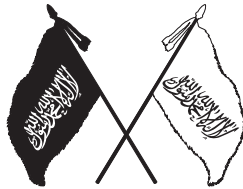


অনলাইন রাজনৈতিক সম্মেলন

বাংলাদেশ ২.০

দাসত্ব না মুক্তি?

(সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্য হতে সংকলিত)



হিব্বুত তাহরীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

সূচীপত্র

- | | |
|--|-----------|
| ০১. ভূমিকা | পৃষ্ঠা ০৩ |
| ০২. বক্তব্য-১: জুলাই অভ্যুত্থানে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে
ব্যর্থ করতে মার্কিন-ব্রিটেন-ভারতের ষড়যন্ত্র | পৃষ্ঠা ০৪ |
| ০৩. বক্তব্য-২: বাংলাদেশ ২.০ – নব্য-উপনিবেশবাদ ও
ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যুলুম থেকে মুক্তির উপায় | পৃষ্ঠা ১১ |
| ০৪. বক্তব্য-৩: অভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে
জনগণের প্রতি দিক নির্দেশনা | পৃষ্ঠা ১৮ |

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরী

সম্মেলন সম্প্রচার সাইট:
ALWAQIYAH.TV

বক্তব্য সমূহের ভিডিও লিংক:
<https://tinyurl.com/2ye6a677>



ভূমিকা:

জনগণের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যালিম হাসিনার পতন হলেও গত এক বছরে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়াতো দূরের কথা দেশ এখন গভীর রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। একদিকে গণঅভ্যুত্থানে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করতে মার্কিন-বুটেন-ভারতের ষড়যন্ত্র চলছে, আর অন্যদিকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলসমূহের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক হানাহানি, অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

রাজনীতিবিদ নামধারী কতিপয় ব্যক্তি হঠাৎ করে দেশের মালিক বনে গিয়েছে এবং জনগণকে তোয়াক্কা না করে তারা মনিবের মত আচরণ করছে এবং জনগণের সাথে ধমকের সুরে কথা বলছে। তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন তোয়াক্কা না করে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত।

জনগণের প্রত্যাশা ছিল দেশের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে নতুন এক বাংলাদেশ গঠিত হবে, যেখানে: ইসলাম বিরোধী নীতিতে পরিবর্তন আসবে, জনগণের ন্যায্য অধিকারসমূহ ও ন্যায্যবিচার নিশ্চিত হবে, এবং বাংলাদেশের উপর থেকে মার্কিন-বুটেন-ভারতের আধিপত্যের অবসান হবে।

কিন্তু গত এক বছরের অধিক সময় ধরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণকে শুধুই হতাশা আর আক্ষেপ উপহার দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জুলাই অভ্যুত্থানে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে জনগণের করণীয় ঠিক করতে, হিযবুত তাহরীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে “বাংলাদেশ ২.০: দাসত্ব নাকি মুক্তি?” শীর্ষক আজকের এই অনলাইন রাজনৈতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

খ্রিয় দেশবাসী, যালিম হাসিনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সাড়ে পনের বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সর্বশেষ ছাত্রজনতার গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে যালিম সরকারের পতন নিঃসন্দেহে এই দেশের জনগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দেশের জনগণ কর্তৃক রাস্তায় নেমে এসে শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা, তাকে প্রত্যাখ্যান করা ও নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র সমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, এবং ‘জনগণ ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর পতন চায়’ বলে স্লোগান দেয়া, নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ্’র পুনর্জাগরণের একটি লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهُمْ

“যদি তোমরা দেখ যে আমার উম্মত যালিমকে এটা বলতে ভয় পাচ্ছে যে, ‘তুমি যালিম’, তাহলে সেই উম্মতের বিদায়” (আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী)। তিনি (ﷺ) আরও বলেছেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ-كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ-

“জিহাদের সর্বোত্তম রূপ হল যালিম শাসকের সামনে হক্ক কথা বলা” (তিরমিযী)।

অন্যায় সম্পর্কে মানুষের নীরবতা এবং অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করতে অস্বীকৃতি জানানো এই বিষয়টি সমাজের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা। অন্যদিকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ একটি ইতিবাচক ঘটনা ও একটি ভাল লক্ষণ, যা সমাজের কল্যাণের জন্য কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবীদার।

হে দেশবাসী, আপনাদের গণঅভ্যুত্থান যাতে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে না পারে এবং জনগণের আশা-আকাজক্ষার আলোকে নতুন রাজনৈতিক প্রকল্প বা বন্দোবস্ত বাস্তবায়ন হতে না পারে সেজন্য উপনিবেশবাদী শক্তি মার্কিন-ব্রিটেন এবং তাদের আঞ্চলিক চৌকিদার ভারত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, হাসিনা পতনের পর পর তারা কিভাবে নগ্নভাবে আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে।

খ্রিয় দেশবাসী, গণঅভ্যুত্থানকে আপাতত শান্ত করতে ব্রিটিশ দালাল হাসিনার শাসন আমলে গড়ে উঠা ব্রিটিশ Establishment হাসিনাকে ভারতে নির্বাসনে পাঠিয়ে মার্কিন অনুগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের অভ্যুত্থানে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে। তারা রাষ্ট্র ও সংবিধান সংস্কারের নামে রাজনৈতিক সার্কাস আয়োজন করে জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে।

আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, জনগণের প্রত্যাশাকে তোয়াক্কা না করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

একদিকে মার্কিনীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর, আর অন্যদিকে মার্কিনীদের অনুগত রাজনৈতিক দলসমূহ ইসলাম ও জনগণের স্বার্থ ত্যাগ করেছে এবং দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত না করে ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত। এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে সভা-সমাবেশ করে তাদের শোভাউন করছে।

হে দেশবাসী, মার্কিন অনুগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করার দিকে দৃষ্টিপাত না করে, মার্কিনীদের স্বার্থরক্ষা এবং আধিপত্য বৃদ্ধি করতে তৎপর। যার একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে, বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য-উপনিবেশবাদী প্রতিষ্ঠান তথাকথিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) স্থাপন। সর্বস্তরের জনগণ ও বাম-ডানসহ সকল রাজনৈতিক দলসমূহ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) স্থাপনের বিরোধিতা করলেও বিশ্বাসঘাতক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিনীদের হীন স্বার্থে এই কার্যালয় স্থাপনে অনুমতি দেয়। পৃথিবীর দু'শো দেশের মধ্যে কেবলমাত্র যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ কবলিত ১৬ টি দেশে এর কার্যালয় রয়েছে (বিবিসি, ১৯ জুলাই ২০২৫)। বাংলাদেশে এর কার্যালয় কি বার্তা দেয়? তাই এই নিয়ে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

মার্কিনীরা বিশ্বব্যাপী এই সংস্থাকে তাদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থে ব্যবহার করে। আপনারা জানেন, এই প্রতিষ্ঠান মানবাধিকারের সনদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে লিঙ্গসমতা (Gender Equality), ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তি, সমকামিতাসহ এলজিবিটিকিউ (LGBTQ)-এর প্রচলন বাধ্য করেছে এবং উদার মূল্যবোধের নামে ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করার প্রকল্প অব্যাহত রেখেছে।

ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী মার্কিনীদের মানবাধিকার রক্ষার নমুনা সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও ইমামদের ইহুদীবিদ্বেষী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইহুদীবিদ্বেষী মন্তব্য, নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনসহ যেসব বিষয় উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে; বিবিসি বাংলা, ১৩ আগস্ট ২০২৫।

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন,

- কীভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে 'মানবিক করিডোর' বা 'মানবিক চ্যানেল' প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু সর্বস্তরের জনগণের বিক্ষোভের মুখে তারা আপাতত এই অপচেষ্টা থেকে সরে আসে।
- চট্টগ্রাম নিউমুরিং বন্দরকে মার্কিন প্রভাবিত কোম্পানী ডিপি ওয়ার্ল্ডকে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াকেও এই দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তিনটি টার্মিনাল বিদেশী কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে (বিডিনিউজ-২৪, ১০ আগস্ট ২০২৫); যা দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, মার্কিন অনুগত রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব আধিপত্য বিস্তারকারী প্রকল্পসমূহকে সমর্থন প্রদান করেছে।

হে দেশবাসী, মার্কিনীদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে স্টার লিংকের নেটওয়ার্ক চালু করতে তারা বিপ্লবের জন্য মায়াকান্না করেছে। ভবিষ্যতে কোন সরকার যেন ইন্টারনেট বন্ধ করে ‘বিপ্লব’ প্রতিহত করতে না পারে এই অযুহাতে তারা বাংলাদেশে স্টার লিংকের নেটওয়ার্ক চালু করে।

- অথচ রাজনৈতিক সচেতন যেকোনো ব্যক্তি জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত হীন স্বার্থে স্টার লিংক ব্যবহার করে। ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক সাংবাদিক ও লাতিন আমেরিকার মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী দ্য ডিপ্লোম্যাটকে বলেছে, “ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্টারলিংকে যুক্ত হওয়া, ইউনুস সরকারের সেরা সিদ্ধান্ত” [দৈনিক ইনকিলাব, ২২ আগস্ট, ২০২৫]। তার এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বাংলাদেশে স্টারলিংকের আগমনের পিছনে মার্কিনীদের ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডা রয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্র তার ভূ-রাজনৈতিক প্রক্সি বিদ্রোহীগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করতে স্টার লিংক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার নজির রয়েছে। [ভারতের মণিপুরে বিদ্রোহীদের স্টারলিংক ব্যবহার]। বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থান ঠেকাতেও স্টার লিংক ব্যবহারের নজির রয়েছে।

হে দেশবাসী, গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম আকাজক্ষা ছিলো ভারতের আত্মসন থেকে মুক্তি। অথচ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারতের প্রতি নতজানু নীতির কারণে ভারত আগের চেয়ে আরও আত্মসী হয়ে উঠেছে।

- ভারত সীমান্ত হত্যা ও পানি আত্মসন বৃদ্ধি করেছে, নতুন করে ভারতের মুসলিম নাগরিকদের বাংলাদেশে পুশ ইন করে মানবতা বিরোধী অপরাধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এমনকি যালিম হাসিনাকে বিতাড়িত করার প্রতিশোধ নিতে, ভারত তার নিজ দেশে মুসলিমদের উপর অত্যাচার-অবিচার বৃদ্ধি করেছে।
- জনগণের একটা প্রত্যাশা ছিল, আমাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করতে পিলখানায় মেধাবী অফিসারদের হত্যাকাণ্ড ও ভারতের ষড়যন্ত্রের বিচার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের আন্দোলনের মুখে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার কথা বলেছে। আট মাস গত হয়েছে, অথচ এই তদন্ত কমিশনের কোন হদিস নাই।
- ভারত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করেছে এবং তারা বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের ইসলামী জীবনযাপন করার আকাজক্ষাকে বিশ্বে উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থান আখ্যা দিয়ে ইসলামপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

যখন জনগণ ভারতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জোর দাবী জানাচ্ছে, তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আহ্বান প্রকাশ করে জনগণকে হতাশ করেছে।

হে দেশবাসী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিনীদের প্রতি আনুগত্যের কারণে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চেহারা পরিবর্তন করার জন্য মার্কিনীদের অনুগত বিএনপি গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

- লন্ডনে ইউনুস-তারেকের বৈঠকে এই সমঝোতা হয়। এই সমঝোতাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়।
- বৃটেন ও ভারত এই বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া না জানালেও তারা এই সমঝোতার পক্ষে। বৃটেন ও ভারত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফেরত আসার জন্য বার বার তাগিদ দিচ্ছে; কারণ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের অনুগত রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে দ্রুত পুনঃবাসন করতে সক্ষম হবে।

হে দেশবাসী, আপনাদের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট, উপনিবেশবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনীতিকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং ঐকমত্য কমিশনের প্রধানের সাথে অবাধ বৈঠক সার্বভৌম রাষ্ট্রের কূটনৈতিক শিষ্টাচার পরিপন্থী। আর দেশের ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক গোষ্ঠী এতটাই দেউলিয়া, তারাও এসব কর্মকর্তার নিকট দৌড়ঝাঁপ করতে দ্বিধাবোধ করেছে না।

- আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, ক্ষমতার দৌড়ে পিছনে পড়ে, সম্ভ্রান্তি এনসিপি (NCP)-এর কয়েকজন ছাত্রনেতৃত্ব বলেছে, ইউনুসের উচিত লন্ডনের দিকে সিজদা না করে জনগণের দিকে সিজদা করা। অথচ এই সমালোচনার কিছুদিন পূর্বে তারা বাংলাদেশে মার্কিনীদের Political Charge the Affairs এর সাথে বৈঠক করে মার্কিনীদের সিজদা করে এসেছে।
- আপনারা এও প্রত্যক্ষ করেছেন, জামাতে ইসলামী ইউনুস-তারেকের সমঝোতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তথাকথিত ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক বয়কট করে বাংলাদেশে মার্কিনীদের Political Charge the Affairs ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে দেখা করেছে।

হে দেশবাসী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধান, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, দুর্নীতি দমন, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, শ্রম, স্বাস্থ্যখাত, গণমাধ্যম এবং নারী বিষয়কসহ ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ও ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলী রিয়াজের নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। যার ফলাফল হচ্ছে তথাকথিত ‘জুলাই ঘোষণা’ এবং প্রস্তাবিত ‘জুলাই সনদ’।

‘জুলাই ঘোষণা’ ও ‘জুলাই সনদ’-এর সাথে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন সম্পর্ক নাই, যার কারণে এসব বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করা ছাড়া জনগণের কোন আহ্বান নাই। প্রকৃতপক্ষে,

মার্কিন-বুটেন-ভারতের প্রত্যাশা অনুযায়ী বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং তাদের অনুগত রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারার রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হচ্ছে ‘জুলাই ঘোষণা’ এবং ‘জুলাই সনদ’।

হে দেশবাসী, আমরা হিযবুত তাহরীর-এর পক্ষ থেকে প্রথম দিনেই বলেছিলাম রাষ্ট্র সংস্কার হচ্ছে বর্তমান যুলুমমূলক (oppressive) ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সুসংহত করার প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থা শাসকগোষ্ঠী, কতিপয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং উপনিবেশবাদী প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করে, আর বৃহত্তর জনগণের উপর যুলুম করে। জনগণ যুলুমের বিরুদ্ধে যখন অভ্যুত্থান করে তখন তারা সংস্কারের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দেয়।

আপনারা জানেন, গত ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে “অনলাইন আন্তর্জাতিক সম্মেলন”-এ হিযবুত তাহরীর-এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের সংস্কারের ধারনাকে প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তনের রূপরেখা উপস্থাপন করেছে। আমরা বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক বিশ্বাস – ইসলামের ভিত্তিতে ইসলামী সংবিধান বাস্তবায়ন করে নতুন বাংলাদেশকে কীভাবে একটি অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর এবং সার্বভৌম ও নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেই ইশতিহার প্রদান করেছে।

মার্কিন-বুটেন-ভারতকে সন্তুষ্ট করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই প্রস্তাবনা বিবেচনা করাতে দূরের কথা বরং এই সম্মেলনের বক্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছে। এভাবে ইসলামকে বাদ দিয়ে কাফির পশ্চিমাদের দালাল ডঃ কামাল রচিত বৃটিশদের রেখে যাওয়া উপনিবেশবাদী সংবিধানের আলোকে দেশের রাষ্ট্র ও সংবিধান সংস্কার করে বর্তমান ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তারা বলে, ‘আমরা তো কেবল সংস্কারকারী’। সাবধান! এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না” [সূরা আল-বাকারা : ১১-১২]।

হে দেশবাসী, মার্কিন অনুগত দালালগোষ্ঠী প্রচার করে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের গণতান্ত্রিক উত্তরণে সহযোগিতা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারের নামে আমাদের ওপর তাদের পচনশীল ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা ই বারবার চাপিয়ে দেয়।

হে দেশবাসী, যারা ইসলামকে ব্যবহার করে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী রাজনীতির সাথে এক্যাবদ্ধ হয়েছে তারা মার্কিন প্রকল্পেরই অংশ যাদের মাধ্যমে মার্কিনীরা ইসলাম প্রিয় জনগণের সাথে প্রতারণা করে। তাদের মাধ্যমে ইসলামকে বর্তমান ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার অপচেষ্টা করে এবং মুসলিমদেরকে পশ্চিমা ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الظُّلُمَاتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

“তারা আইন-কানুন প্রণয়নে তাগুতকে অনুসরণ করতে চায়, অথচ তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়” [সূরা আন-নিসা : ৬০]।

হে দেশবাসী, এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার, বর্তমান ব্যবস্থা সংস্কার করে যতই ক্ষমতার ভারসাম্য আনা হোক না কেন, শাসকগোষ্ঠীই ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে; আর তার উপনিবেশিক প্রভু মার্কিনীরা তাকে ততক্ষণ সমর্থন দিবে যতক্ষণ সে জনগণের উপর চেপে বসে থাকতে পারবে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, নব্য-উপনিবেশবাদী আমেরিকা একদিকে যখন ‘গণতন্ত্র’ ও ‘মানবাধিকারের’ কথা বলেছে, তখন অন্যদিকে সর্বদা নিজ স্বার্থে স্বৈরশাসকদের সমর্থন দিয়েছে। মার্কিনীরা এই অঞ্চলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা মানবাধিকার প্রচারের চেয়ে তাদের কৌশলগত ও প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থে হাসিনাকেও সমর্থন দিয়েছে। আবার জনগণ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাসিনার পতন করলে মার্কিনীরা আবারও গণতন্ত্রের বুলি ফেরি করে জনগণের আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে।

এই বাস্তবতা এদেশের জনগণ দশকের পর দশক ধরে প্রত্যক্ষ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

“মুসলিমরা একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না” (বুখারী)।

হে দেশবাসী, এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য চীনের প্রভাব ও খিলাফত ব্যবস্থার উত্থানকে মোকাবেলা করা।

ভারত এই অঞ্চলে মার্কিনীদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় চৌকিদারের ভূমিকা পালন করছে। আপনারা অবগত আছেন, ভারত মার্কিনীদের ‘ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (IPS)’-এর অন্যতম সামরিক জোট ‘কোয়াড (QUAD)’-এর সদস্য।

যেসব রাজনৈতিকগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবী দাবী করে এই অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য মেনে নিতে হবে – প্রকৃতপক্ষে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দালাল, তারা নব্য-মীরজাফরের ভূমিকা পালন করছে এবং জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

হে দেশবাসী, মুসলিম উম্মাহ’র রক্ষাকবজ খিলাফত ব্যবস্থার উত্থান দমন করতে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলকে মদদ দিচ্ছে এবং শক্তিশালী করছে; এই লক্ষ্যে মার্কিনীরা এই অঞ্চলে ভারতকে শক্তিশালী করছে। ভারত সফররত মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলশী গ্যার্ড ও অভিশপ্ত ইহুদী প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট।

- **হে দেশবাসী**, এদেশের নব্বই শতাংশ জনগণ মুসলিম যারা ইসলামের আনুগত্যের বিষয়ে কখনোই আপোষ করেনা। অথচ মার্কিন অনুগত এসব রাজনৈতিক গোষ্ঠী নগ্নভাবে ইসলাম এবং এদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র গৌরবময় খিলাফত ফিরিয়ে আনা, খিলাফতের ন্যায়ভিত্তিক শাসনের অধীনে জীবন যাপন করা এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা বর্তমানে গণদাবীতে পরিণত হয়েছে।
- **বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** এবং তার আঞ্চলিক চৌকিদার ভারত এই অঞ্চলে খিলাফতের উত্থানকে দমন করতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিন-ভারতের নিকট নতি স্বীকার করে হাসিনার মত খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবীকে উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদ হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করেছে। খিলাফতের দাওয়া বহনকারীদের দমন নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে।

আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, হাসিনার প্রতিষ্ঠা করা দুর্বৃত্ত প্রতিষ্ঠান ‘সিটিটিসি (CTTC)’ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে মার্কিনীদের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান ‘এফবিআই (FBI)’ সিটিটিসি’র কার্যালয় ভিজিট করে সার্বিক সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করেছে। আপনারা জানেন, মার্কিনীরা তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে মাঠ পর্যায়ে প্রসারিত করতে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরদের (এসআই) প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

হে দেশবাসী, আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, নির্লজ্জ ক্ষমতালোভী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে বিশ্বাসঘাতক ইয়াং তুর্করা (NCP), উদারপন্থী ইসলামী দল এবং বিএনপি ইসলামের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। তারা খিলাফতের উত্থানকে উগ্রবাদ হিসেবে আখ্যা দেয়া মার্কিন বয়ানকে গ্রহণ করেছে এবং খিলাফত দমনে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা মার্কিনীদের দাসত্বের রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ থেকে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও মার্কিন অনুগত রাজনৈতিক গোষ্ঠী ইসলাম, জনগণ ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রক্ষেপে আপোষহীন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দল হিয়বুত তাহরীর-কে দমন করতে মরিয়া।

হে দেশবাসী, এসব নির্বোধ আযোগ্য-অজ্ঞ (রুওয়াইবিদাহ্) রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট আপনারদের আর কি প্রত্যাশা থাকতে পারে! এসব রুওয়াইবিদাহ্ গোষ্ঠীর উত্থানের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ
وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ
قَالَ الرَّجُلُ النَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ

“মানুষের উপর বিশ্বাসঘাতকতার এমন বছর আসবে, যখন মিথ্যাবাদীকে সৎ এবং সৎ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য করা হবে। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করা হবে; এবং রুওয়াইবিদাহ্‌রা (জনগণের) বিষয়গুলোকে

নির্ধারণ করবে”। তাঁকে (ﷺ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “রুওয়াইবিদাহ্ কারা?” তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, “মানুষের বিষয়াদির (দেখভালের) দায়িত্ব গ্রহণকারী অযোগ্য ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা” (সুনান ইবনে মাজাহ)।

সর্বোপরি, একদিকে মার্কিন অনুগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী মার্কিন আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আর অন্য দিকে হাসিনার রেখে যাওয়া বৃটেনের Establishment বৃটেনের আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে তৎপর। তারা কেউই ইসলামের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। তাই এটি দিবালোকের মত সত্য, তারা আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করতে আপনাদের চলমান অভ্যুত্থানকে সফল করার পরিবর্তে অভ্যুত্থানকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সর্বশেষ, পবিত্র কুর'আনের একটি আয়াত দিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করব:

আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ

“আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে) ষড়যন্ত্র করেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী” [সূরা আনফাল : ৩০]।

বক্তব্য ০২:

বাংলাদেশ ২.০ – খিলাফতের উত্থান:

নব্য-উপনিবেশবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী
ব্যবস্থার যুলুম থেকে চূড়ান্ত মুক্তি

প্রিয় দেশবাসী, শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি-দুঃশাসন, দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান করে শাসকগোষ্ঠীর পতনের মধ্য দিয়ে সাময়িক ও সীমিত পরিবর্তন সাধিত হয়, এতে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। অভ্যুত্থান পরবর্তিতে রাষ্ট্রের ভিত্তি, ও শাসন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্য একটি বিকল্প ও সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রকল্প থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তি, রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন হয়। কোনো রাজনৈতিক প্রকল্প ছাড়া অভ্যুত্থানের ফলাফল উল্টো বিপদ ডেকে আনতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে সমাজে বিভক্তি, বিশৃঙ্খলা ও প্রতিহিংসা তৈরি করতে

পারে যার কারণে সমাজ আরও পিছিয়ে পড়তে পারে।

- আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে যালিম হাসিনার পতন করেছিল কিন্তু পশ্চিমাদের উপনিবেশবাদী ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। ফলে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নাই এবং জনগণের মধ্যে ঐক্যও অটুট থাকে নাই।
- আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের জনগণের রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের মুখে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। তারা ষড়যন্ত্রমূলক দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্র জন্ম হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের পতন হলেও তাদের দালাল ধর্মনিরপেক্ষ জিন্নাহ গোষ্ঠী পাকিস্তানে ব্রিটিশদের শোষণমূলক ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বাস্তবায়ন করে। ফলে ব্রিটিশরা তাদের দালালগোষ্ঠী, তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ও তাদের সংস্কৃতি বহনকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখে, যাকে বলা হয় নব্য-উপনিবেশবাদ (Neo-Colonialism)।

আপনারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন, জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদের মৌলিক নীতি হচ্ছে, অভিজাত রাজনৈতিক গোষ্ঠী (Political Elite), কতিপয় পুঁজিপতি এবং তাদের পশ্চিমা উপনিবেশবাদী প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৃহত্তর জনগণকে শোষণ করা, জনগণের উপর যুলুম করা। পাকিস্তান নামেমাত্র স্বাধীন হলেও পাকিস্তানে যুলুমমূলক ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েমের ফলে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নাই। জনগণকে শোষণ ও জনগণের উপর যুলুম অব্যাহত থাকে।

- আপনারা জানেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। মার্কিন-ব্রিটেনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে এই অভ্যুত্থান যুদ্ধের সূচনা করে এবং বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি এবং জনগণ জুলুম থেকে মুক্তি পায়নি কারণ নেহেরু-জিন্নাহদের উত্তরসূরী ব্রিটিশ দালাল শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে জুলুমের শাসনের পুনরাবৃত্তি করে।
- ১৯৭৫ সালে আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটে এবং মার্কিন অনুগত জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে পশ্চিমাদের সেই ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই কায়েম করে।

খ্রিস্ট দেশবাসী, ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২৪ এর জুলাই পর্যন্ত, অভ্যুত্থানসমূহের দৃষ্টান্ত থেকে আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছেন, এসব অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন হয়নি, দেশের চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বরং শাসক গোষ্ঠীর চেহারা পরিবর্তন হয়েছে, তাদের উপনিবেশবাদী প্রভু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পশ্চিমাদের তৈরি ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। ফলে শাসকগোষ্ঠী ও কতিপয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে এবং দেশের উপর পশ্চিমাদের আধিপত্য দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞান ও উন্নত

প্রযুক্তির যুগে যেখানে কৃষি ও শিল্প বিপ্লব ঘটেছে, সেখানে নাগরিকদের উন্নত জীবনমান থাকার কথা, অথচ এখনও জনগণকে তাদের অল্প-বস্ত্র-বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের দাবীতে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হচ্ছে – শিক্ষা-চিকিৎসা-নিরাপত্তার মত মৌলিক অধিকার পাওয়াতো দূরের কথা।

খ্রিস্ট দেশবাসী, বর্তমান রাজনৈতিকগোষ্ঠী দাবী করে, গণতন্ত্র না থাকার কারণে জনগণ তার অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। প্রকৃতপক্ষে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের উপর পশ্চিমা বার্থ ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে সহিংসতা, দুর্নীতি-দুঃশাসন ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত গভীর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা যা সমগ্র বিশ্বেই বিপর্যয় তৈরি করেছে, পুঁজিবাদ খোদ পশ্চিমা বিশ্বেই কি ধরনের বিপর্যয় তৈরি করেছে, কি ধরনের বৈষম্য তৈরি করেছে, তা আমরা গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার দিকে তাকালেই দেখতে পাই,

- আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ধনী ১% মানুষ নীচের সারির ৯০% মানুষের চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদের মালিক। উপরন্তু, শীর্ষ ১০% মানুষ মোট সম্পদের ৭০%-এর মালিক, যেখানে নীচের সারির ৫০% মোট সম্পদের মাত্র ২%-এর মালিক। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, সম্পদের মালিকানার এই ব্যবধান নজিরবিহীন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।
- অন্যদিকে, গৃহহীনতা এবং দারিদ্রতা অকল্পনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী রাষ্ট্রে ৩৪ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, ২০ লক্ষ মানুষ কারাগারে রয়েছে, ৪ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, ৪ কোটি মানুষ নিয়মিত মানসিক রোগের ওষুধ সেবন করে এবং ১০ কোটি মানুষের চিকিৎসা ঋণ রয়েছে।

আমরা প্রশ্ন করতে চাই তাহলে আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা কীভাবে জনগণকে যুলুম থেকে মুক্ত করবে, কীভাবে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করবে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র নিজ দেশের জনগণকে শোষণ করে তা নয়, এর মাধ্যমে তারা তার অধিনস্ত রাষ্ট্রসমূহকেও শোষণ করেছে। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ কায়ম করে এই ব্যবস্থা জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শত শত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এই ঘাঁটিগুলো কৌশলগত উদ্দেশ্যে কাজ করে, যেমন মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। এই সামরিক স্থাপনাগুলোকে প্রায়শই শান্তিরক্ষা বা সাধারণ ছমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসাবে ন্যায্যতা দেওয়া হচ্ছে।
- অন্যদিকে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ কায়ম করছে। মার্কিন ডলার হল বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অর্থায়নের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রভাব বজায় রাখছে।
- এছাড়াও মানবাধিকার সনদের নামে আমেরিকা (Gender Equality), পতিতাবৃত্তি,

সমকামিতাসহ LGBTQ-এর মত পশ্চিমা অপসংস্কৃতি মুসলিম ভূখণ্ডে চাপিয়ে দিয়ে মুসলিমদের ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করার অপচেষ্টা করছে।

যখন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়াগ্ৰস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নব্য-উপনিবেশিক শক্তি হিসেবে ব্যাপক কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তখন মার্কিন অনুগত ক্ষমতালোভী রাজনৈতিকগোষ্ঠী এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় নব্য-মিরজাফরের ভূমিকা পালন করছে। ক্ষমতায় আরোহন করতে তারা মার্কিন দূতাবাসে দৌড়াপ করছে। ফলে তারা জনগণের নিকট ঘৃণার পাত্রে পরিণত হচ্ছে।

জনগণের শক্তির উপর তাদের আত্মবিশ্বাস নাই। তাই তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তোয়াক্কা না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার উপর ভর করে ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারায় ব্যস্ত। মার্কিনীদের আনুগত্যের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে এসব রাজনৈতিকগোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশবাদী প্রকল্পসমূহের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং ইসলাম, দেশের জনগণ এবং দেশের সার্বভৌমত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ ۚ فَتَلَاهُمْ ۖ أَلَا يُؤْفَكُونَ

“তারা শত্রু, তাই তাদের থেকে সাবধান। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন; তারা কীভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে?” [সূরা মুনাফিকুন : ০৪]।

হে দেশবাসী, মুসলিমগণ কখনোই এই ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চায়নি; বরং ১৯২৪ সালে কাফির উপনিবেশবাদী বৃটেন ষড়যন্ত্র করে তার দালাল ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অনুসারী মোস্তফা কামালের মাধ্যমে মুলসিম উম্মাহ'র গৌরবময় রাষ্ট্র খিলাফত ধ্বংস করে মুসলিম উম্মাহ'র উপর পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয় এবং তাদের দালাল শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা প্রতিটি মুসলিম ভূখণ্ডে জোরপূর্বক কায়েম রেখেছে।

খ্রি় দেশবাসী, খিলাফত ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের এমন একটি সামগ্রিক পরিবর্তন হবে যার মাধ্যমেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।

- আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং মৌলিক অধিকারসমূহ যেমন, শিক্ষা-চিকিৎসা-নিরাপত্তা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়।
- দেশের অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরশীল এবং নেতৃত্বশীল অর্থনীতিতে পরিণত করবে। স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, জনগণের জীবনমান উন্নত করবে।
- দেশকে মার্কিন-বৃটেন-ভারতসহ উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্যমুক্ত করে সার্বভৌম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে।

হে দেশবাসী,

ইসলাম একটি আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ, মুসলিম উম্মাহ শত শত বছর ধরে খিলাফতের ন্যায়পরায়ণ শাসনের অধীনে ছিল। এই মুসলিম উম্মাহ অধীর আগ্রহে খিলাফতে

রাশিদাহ'র প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছে এবং এছাড়া আল্লাহ্ (ﷻ) ইসলামের অধীনে শাসিত হওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন।

আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“আর আপনি (হে মুহাম্মদ) আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসন (বিচার-ফয়সালা) করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না” [সূরা আল-মায়িদা : ৪৮]।

- অথচ ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আল্লাহ'র (ﷻ) পরিবর্তে, শাসকগোষ্ঠীর আইন প্রণয়ন করার সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল এই বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিএনপি চেয়ারপার্সনের গুলশানের কার্যালয়ে বসে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছে, “বিএনপি শারী'আহ্ আইনে বিশ্বাস করে না” [দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ আগস্ট ২০২৫]। এর মাধ্যমে মির্জা ফখরুল ইসলামী ব্যবস্থা এবং বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অতীতে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী সংবিধানে ‘রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম’ অথবা ‘বিসমিল্লাহ্’ সংযোজন করে ইসলামপ্রিয় জনগণের ইসলামী বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতির সাথে প্রতারণা করেছে।

- আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“তাকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। আইন প্রণয়ন করার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ'র। তিনি আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না” [সূরা ইউসুফ : ৪০]।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট, মুজিববাদ, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জিয়াবাদ বা বহুদলীয় গণতন্ত্র ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী। আর অন্যদিকে ‘Liberal or Gradual Islam’ অথবা ‘Democratic Islam’ অথবা ‘ইসলামী জাতীয়তাবাদ’ হচ্ছে মার্কিন প্রকল্প যার মাধ্যমে মার্কিনীরা খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রকল্পকে বিলম্বিত করার অপচেষ্টা করছে।

সুতরাং এদেশের মুসলিমগণ কিভাবে তাদের আক্বীদা পরিপন্থী এসব মতবাদ মেনে নিতে পারে?

মুসলিমগণ কিভাবে আল্লাহ'র (ﷻ) পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দিতে পারে?

প্রিয় দেশবাসী, বাংলাদেশের জনগণ ৯০ ভাগই হলো মুসলিম এবং তারা ইসলামপ্রিয়, সুতরাং এদেশের মানুষের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হবে ইসলামের ভিত্তিতে। ৬২২ সালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমদের বিশ্বাস-এর ভিত্তিতে মদীনা সনদের মাধ্যমে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। এই ইসলামী রাষ্ট্র ছিল মদীনার মানুষের জন্য এক নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। যেখানে মক্কার শাসকগোষ্ঠী কুরাইশ এবং তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোম ও পারস্যের তোয়াক্কা না করেই মদীনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণকে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছিল। মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করে, এই ইসলামী রাষ্ট্র খলিফাদের নেতৃত্বে, খিলাফত রাষ্ট্র হিসেবে পরবর্তী ১,০০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বের নেতৃত্বশীল ও পরাক্রমশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছিল যার অধীনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সুখ ও সমৃদ্ধির সাথে জীবন যাপন করেছিল।

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন, হিব্বুত তাহরীর মুসলিম ভূখণ্ডে মুসলিম উম্মাহ'র মুক্তির জন্য নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সিরাত থেকে নেয়া হয়েছে যে বিষয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ أَتَّخِزَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“নিশ্চয়ই, আল্লাহ'র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ-কে অধিক স্মরণ করে” [সূরা আল-আহযাব : ২১]।

প্রিয় দেশবাসী, হিব্বুত তাহরীর ১৯৫৩ সালে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুজতাহিদ মুতলাক শায়েখ তাকিউদ্দীন আন-নাবাহানী'র নেতৃত্বে জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিব্বুত তাহরীর-এর বর্তমান আমীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়েখ আতা বিন-খলিল আবু আর-রাশতা।

- প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আমরা ইসলামী আদর্শের ধারাবাহিকতা, দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সহনশীলতা, দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির সাথে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছি।
- এদেশে ও সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি, এবং বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে এ দেশকে নিয়ে মার্কিন-বৃটেন-ভারতের পরিকল্পনা, নীতি, ষড়যন্ত্র, ও রাজনৈতিক প্রতারণা সম্পর্কে সজাগ আছি।
- আপনারা জানেন, হিব্বুত তাহরীর দেশে সর্বপ্রথম পিলখানা হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় ষড়যন্ত্রকে জাতির সামনে উন্মোচন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশবাদী প্রকল্পসমূহ, ভূ-রাজনৈতিক কৌশল “ইন্দো-প্যাসিফিক-স্ট্র্যাটেজি” এবং ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সাহসিকতার সাথে উন্মোচন করে আসছে।

সর্বোপরি, আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে সেগুলোর মোকাবিলায় হিযবুত তাহরীর-এর পূর্ণ সক্ষমতা ও প্রস্তুতি রয়েছে।

হে দেশবাসী, আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র পরিচালনার সংবিধান, রাষ্ট্র কাঠামো, শিক্ষানীতি, বিচার বিভাগ, স্বনির্ভর অর্থনীতি, সমরভিত্তিক শিল্পনীতি, পররাষ্ট্র ও সামরিকনীতি সহ বাংলাদেশে তাৎক্ষণিক খিলাফত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের রূপরেখা হিযবুত তাহরীর ইতিপূর্বে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছে। সুতারাং আমাদের যেকোন মুহুর্তে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা ও প্রস্তুতি আছে।

- হে দেশবাসী, আপনারা জানেন হিযবুত তাহরীর সমাজের তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে সকল স্তরের মানুষের সাথে গণসংযোগ করে খিলাফত ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন করেছে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি সমাজের মানুষের পর্যাণ্ড সমর্থন ছাড়া কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা করা হলে তা সফল হবে না।
- জনগণ এই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে। সমাজের প্রভাবশালী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী সংবিধান, শারী'আহ্ শাসন এবং খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী এখন গণদাবীতে পরিণত হয়েছে।
- বিভিন্ন জরিপে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর জনগণের অনাস্থা এবং ইসলামী ব্যবস্থার পক্ষে ব্যাপক জনমত প্রতিফলিত হয়েছে।

হে দেশবাসী, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের সামরিক বাহিনীর হাতেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সুন্নাহ্ মোতাবেক হিযবুত তাহরীর সামরিক বাহিনীকে মনযোগের শীর্ষে রেখেছে। এবং সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণও খিলাফতের বিষয়ে সচেতন এবং ইতিবাচক।

সামরিক বাহিনীতে কর্মরত আমাদের সন্তানরা বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থানে জনগণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু এসব অভ্যুত্থানের পিছনে কোন রাজনৈতিক প্রকল্প না থাকায় মার্কিন-বৃটেন-ভারত এবং তাদের অনুগত রাজনৈতিকগোষ্ঠী কিছু কসমেটিক চেঞ্জ করে শাসকদের চেহারা পরিবর্তন করে জনগণের অভ্যুত্থানকে হাইজ্যাক করেছে। পরবর্তিতে আমাদের সামরিক বাহিনীর দিকেই তারা আঙ্গুল তুলেছে।

নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দল হিসেবে সামরিক অফিসারদের নিকট আমরা আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। তাদের মধ্যে কৌশলগত বিভিন্ন বিষয়ে কৌতুহল থাকলেও খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রকল্পে তাদের বিরোধিতা নাই।

- হিযবুত তাহরীর একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল; যা বর্তমানে পঞ্চাশটিরও অধিক দেশে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে।
- মুসলিম দেশসমূহের জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাই বাংলাদেশে খিলাফতের সূচনা হলে আমরা বিশ্বের সকল মুসলিম ভূখন্ডের মুসলিমদের খিলাফতের সমর্থনে মার্চ করাতে সক্ষম।

- আমরা সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডকে একীভূত করে খিলাফতের অধীনে মুসলিম উম্মাহ্'কে ঐক্যবদ্ধ করবো, ইনশা'আল্লাহ্।

সর্বোপরি, খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ২.০ অর্জিত হবে, এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে আপনাদেরকে হিবুত তাহরীর-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে” [সূরা আর-রাদ : ১১]।

প্রিয় দেশবাসী,

আসমান থেকে ফেরেশতা এসে খিলাফত বাস্তবায়ন করবে না; বরং আপনারা এগিয়ে আসলে আল্লাহ্ (ﷻ) ফেরেশতা দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। পরিশেষে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্'কে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন” [সূরা মুহাম্মদ : ০৭]

বক্তব্য ০৩:

গণঅভ্যুত্থানকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে
জনগণের প্রতি দিক নির্দেশনা

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা নিশ্চয়ই, প্রথম বক্তব্য থেকে বুঝতে পেরেছেন, কীভাবে মার্কিন-বৃটেন-ভারত এবং তাদের দালাল গোষ্ঠী গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত লক্ষ্য নস্যাৎ করতে তৎপর। একদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিনীদের ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর, আর অন্যদিকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিকগোষ্ঠী ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব লিপ্ত। তথাকথিত সংস্কার ও ঐকমত্য কমিশন, সংস্কারের নামে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সুসংহত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দালাল রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আয়োজন করছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে আপনারা স্পষ্ট, এদেশের জনগণ পশ্চিমাদের ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি চায়, তারা রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন চায়। একমাত্র নবুয়তের আদলে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবর্তন আসবে, যার মাধ্যমে ইসলামের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ ও দেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত হবে, পশ্চিমাদের দাসত্ব থেকে প্রকৃত মুক্তি আসবে। এর মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

হে দেশবাসী, জুলাই অভ্যুত্থানের লক্ষ্যকে গম্ভ্যে পৌঁছাতে নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দল হিব্বুত তাহরীর-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই লক্ষ্যে হিব্বুত তাহরীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত চারটি আহ্বান জানাচ্ছি:

এক, আমাদের রাজনীতিতে মার্কিন-বৃটেন-ভারতের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, তাদের তথাকথিত ‘গণতান্ত্রিক’ রাজনৈতিক প্রকল্প এবং পশ্চিমাদের ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

যেসব রাজনৈতিক দলসমূহ পশ্চিমা কাফির উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ – বিশেষ করে মার্কিন-বৃটেন-ভারতকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে অথবা রাজনৈতিক রেফারেন্স হিসেবে উপস্থাপন করে, সমাজে তাদেরকে ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রু, এবং কাফির-মুশরিকদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এসব দালালগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানাতে হবে। আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

“মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্কে থাকবে না” [সূরা আলি-ইমরান : ২৮]।

দুই, দেশের অর্থনীতিতে পশ্চিমাদের বিশেষ করে মার্কিনীদের উপনিবেশবাদী প্রতিষ্ঠান আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের খবরদারী, এবং আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ঋণ ও পুঁজিবাদী নীতিকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদেরকে দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার ঐক্যবদ্ধ দাবী তুলতে হবে।

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, পশ্চিমারা এসব ঋণের শর্তের ফাঁদে ফেলে আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে, আমাদের অর্থনীতিকে পরনির্ভরশীল করছে এবং আমাদের উপর তাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের উপর তাদের উপনিবেশবাদী, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এভাবে তারা আমাদের উপর নব্য-উপনিবেশবাদ বজায় রাখছে।

তিন, মার্কিন-বৃটেন-ভারতের সাথে দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সকল চুক্তি বাতিলের দাবী জানাতে হবে। কাফির উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের উপর সামরিক নির্ভরতা, সামরিক চুক্তি ও সামরিক মহড়া, সমুদ্রবন্দরসহ কৌশলগত সম্পদের উপর তাদের আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করতে হবে, এসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে।

আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

إِنْ يَتَفَقَّهُوا لَيَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

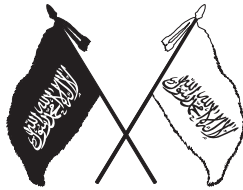
“যদি তারা তোমাদের উপর আধিপত্য অর্জন করতে পারে, তারা তোমাদের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতায় লিপ্ত হবে এবং তোমাদের অনিষ্ট করতে তাদের হাত এবং জিহ্বাকে প্রসারিত করবে। তারা চাইবে, তোমরা (তাদের মত) কাফির হয়ে যাও” [সূরা আল-মুমতাহিনা : ০২]

চার, এর বিপরীতে ইসলামী সংবিধান বাস্তবায়নের দাবী তুলতে হবে, ইসলামী ব্যবস্থা – খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় এবং অগ্রগামী হতে হবে। মুসলিম উম্মাহ’র রাজনৈতিক প্রকল্প – নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় হিব্বুত তাহরীর-কে নুসরাহ (ক্ষমতা) প্রদান করতে আপনাদের পরিচিত নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের নিকট দাবী জানাতে হবে।

নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইতিবাচক। আপনাদের ঐক্যবদ্ধ দাবী তাদেরকে আরও আত্মবিশ্বাসী ও উৎসাহিত করবে। তাই, আপনাদের সভা-সমাবেশ থেকে তাদের প্রতি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠায় জনমতকে আরও শক্তিশালী করতে হিব্বুত তাহরীর-এর যেকোন কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন – যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফত দান করেছিলেন এবং তিনি তাদের ধীনকে অবশ্যই কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের (ঈমানদারদের) জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তিত করে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে আমার শরীক করবে না। এরপরও যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তারাই বিদ্রোহী, অন্যাযকারী” [সূরা আন-নূর : ৫৫]।



যোগাযোগ:

হিব্বুত তাহরীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

www.ht-bangladesh.info

contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com

WhatsApp: +880 1323 842 703

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র